৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 0-8 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

৬ দৈনিক ইনকিলাব

যেখানে সেখানে কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও শিশুর পরিবেশ

—মকবুলা পারভীন

খুব কম সময় বিদ্যার জাহাজ বানানোর জন্য আমরা সাড়ে তিন থেকে চার বছরের বাচ্চাদের পাড়ার বা দূরের কিন্ডার গার্টেন স্কুলে বেশ টাকাকড়ি খরচ করে নার্সারী ক্লাসে ভর্তি করে দিয়ে আসি। দশ-বারোটি বই ও গোটা আটেক খাতা পিঠের ব্যাগে ঝুলিয়ে বাচ্চা স্কুলে যায়। ফিরে আসে গাদাখানেক হোম ওয়ার্ক করার ঝামেলা নিয়ে। আমরা বাচ্চা পিটিয়ে পিটিয়ে রাত জাগিয়ে লেখা পড়া গিলিয়ে পর দিনই আবার শিক্ষিকাদের হাতে বাচ্চা তুলে দিয়ে আসি। এই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির স্বরূপ। বাচ্চার অপক্ক মস্তিষ্কের উপর এক বোঝা পড়া-লেখার চাপই হচ্ছে এই শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। প্রতি ইংরেজী বছরের শেষ দিকেই দেখা যায় কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলো মেতে উঠেছে ছাত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টায়। পাড়ায়-পাড়ায়, আবাসিক এলাকায় বাড়ীর ফ্লাটে ঝুলবে রকমারী স্কুলের নাম লেখা বিজ্ঞাপনী প্রচারণা। নতুন গজানো ও পুরানো সব রকম স্কুলগুলোই তখন প্রতিষ্ঠানের গুণকীর্তনের ব্যবস্থা করে বিজ্ঞাপন ছাড়েন। "মনোরম পরিবেশ", "কোন রকম চাপ সৃষ্টি না করে ক্লাসেই পড়া শেখাবার ব্যবস্থা", "বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীল শিক্ষিকা", "খুব কম বাচ্চা নিয়ে বাচ্চাদের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ যত্ন" বা "খেলাধুলার সংগে পড়ার ব্যবস্থা" ইত্যাদি ভাষাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগ্রহ সহায়ক অস্ত্র। অথচ বাস্তবে দেখা যায় চাপাচাপি গাঁদাগাদি করেও বাচ্চার ঠাঁই হয় না স্কুলে, ফ্ল্যাটবাড়ীর স্কুলে না আছে শিশুর অভিভাবকের দাঁড়াবার স্থান, না আছে খেলাধুলার জায়গা। অনেক স্কুলই স্থাপিত হয় গুদামঘর, পড়ো পড়ো বাড়ী, অন্ধকারাচ্ছন্ন নীচের তালা বা চাপা দোতলা বা তিন তলায়। যাতে স্কুল ও শহরের বাড়ীর তফাৎ নেই। বাচ্চাদের খেলাধুলা করার সুযোগ সেখানে নেই, উপরন্তু একই ক্লাসে বেশি বাচ্চা পড়ানোর ফলে প্রায়ই বাচ্চাদের রোগ সংক্রমণ ঘটে থাকে।

কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারেও অমানবিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কোথাও কোথাও দু'শো থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দিয়ে শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। এদের চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন তাদের যখন তখন বিদায় দিতে পারেন স্কুলের হর্তাকর্তা তেমনি তারা নিজেরাও চলে যেতে পারেন সেচ্ছায়। কাজেই এ অবস্থায় নতুন নতুন স্কুলে দ্রুত টিচার বদল হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা টিচারের প্রতি অনুরক্ত বা বিরক্ত হবার আগেই আরেক শিক্ষিকা সেস্থানে আসেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ ব্যাহত হয় তাতে।

অনেক অভিভাবকের কাছেই শোনা যায়, নার্সারী ক্লাসে শিশুদের নির্যাতন করা হয়। ডাস্টার দিয়ে দিয়ে, ব্যাগ দিয়ে, স্কেল দিয়ে মেরে বা চড় ও কিল দিয়ে টিচার বাচ্চাদের শাসন করার চেষ্টা করেন। এগুলো শাস্তির ক্ষেত্রে পুরানা পদ্ধতির যা কেবল পন্ডিত মশায়রা আগের কালে ব্যবহার করতেন। শিশু শ্রেণীতে নির্যাতনের নীতি রীতিমত আইনত নিষিদ্ধ। তদুপরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাস্তির অপব্যবহারের কথা দেখা ও শোনা যায়। কিন্তু ঘর থেকে বের করে যে অপরিণত শিশুটিকে মাসে একশো, দুশো টাকা বেতন দিয়ে কিন্ডার গার্টেনে দেয়া হয় সে শিশুকে টিচাররা যখন নির্যাতন করেন বলে শিশু অভিযোগ করে তখন দুঃখ হয় বৈ কি। কিন্তু কথা হলো, এসব ক্ষেত্রে অভিযোগের উপযুক্ত জবাব মেলে 'অভিযোগ ভিত্তিহীন।' বা অভিভাবকের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষিকা পরবর্তীতে ঐ শিশুটির উপর বৈরী হয়ে শিশুর শিক্ষার পরিবেশকে কন্টকিত করে তুলেন। বস্তুতঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শিক্ষক নিয়োগ পান। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে বালাই নেই। কলেজের ছাত্রী, ধনী গৃহিণীদের নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে অপ্রীতিকর সত্যটি হলো অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষিকার মধ্যে শিক্ষিকা হবার মত আদর্শগত গুণ এবং মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারের যথেষ্ট অভাব আছে। কোন স্কুলে নিয়োগ দেয়ার আগে কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা দরকার শিক্ষিকা স্নেহপ্রবণ ও ধৈর্যশীলা কি-না। তাঁর শিক্ষাদানের ক্ষমতা ও শিষ্টাচারের পরীক্ষা নেবার পরই তাঁকে নিয়োগ প্রদান করা উচিত। এটি শুধুমাত্র সহকারী শিক্ষিকা নয়, প্রধান শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ একটি বিদ্যালয় হচ্ছে সভ্যতার আগার। যে কোন পরিবেশ থেকে শিশুকে সেখানে পাঠানো হোক, অভিভাবকের উদ্দেশ্য থাকে শিশুটি যেন 'মানুষ' হয়ে উঠে। 'মানুষ' হবার জন্য শিশুর প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষিকা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিশুর মানসিক ও বুদ্ধি বিকাশে সহায়তা করে। জীবনে প্রথম বিদ্যালয়ে ঢুকেই শিশু বিরূপ পরিবেশের শিকার হলে তার লেখাপড়ার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বই ইন্ডিয়া থেকে সরবরাহকৃত। এর স্পষ্ট প্রভাব পড়ে শিশুদের উপর। প্রথমতঃ ধারাপাতেই তাদের পড়তে হয় একে চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তিন-এ নেত্র, চার-এ বেদ, পাঁচে পঞ্চবান.......... ইত্যাদি। মুসলিম ছেলে মেয়েরা তিন নেত্রের মাহাত্ম বা বেদ কয় প্রকার বা পঞ্চবান কি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অভিভাবক সদুত্তর দিতে পারেন না। এসব প্রতিষ্ঠানে বাংলা শেখার জন্য অন্তত চারটি বইয়ের সাহায্য নেয়। ইংরেজীর ক্ষেত্রেও ঐ। দু'টি করে ছড়ার বই, ছোটদের ইংরেজী, ফার্স্ট স্পেলিং, হাতের লেখা শিখি, পড়া শিখি ইত্যাদি বইগুলির এত পড়া পড়েও শেষে দেখা যায় বাচ্চার বাংলা বা ইংরেজী অক্ষর শেখাই সম্পূর্ণ হয়নি। আর বাসায় পড়া শেখার জন্য বাবা মায়েরই কষ্ট করতে হয়। কোন কোন কিন্ডার গার্টেনে এমনও দেখা যায় এমন সব বই সিলেবাসে দেয়া হয়েছে, যেসব বইয়ে কঠিন শব্দসহ বই লেখা হয়েছে, অক্ষর শেখাবার দলে কবিতার ছন্দে রয়েছে গোলমাল, উপরন্তু শেখাবার সহজ পদ্ধতিও নেই। পরিবেশ পরিচিতি বইটিতে উল্টা-পাল্টা ক'রে পশুপাখির, ফুল ফলের নাম দেয়া যা বাচ্চারা সহজভাবে মনেও রাখতে পারে না।

অথচ শিশুদের প্রাথমিক পাঠে বইগুলো হওয়া উচিত সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন ফুলের নাম রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকা না দিয়ে সহজেই দেয়া যায় গোলাপ, জবা, বেলি, জুই, চামেলী। মোট কথা হলো ডঃ হলেই শিশু মনোরাজ্যে প্রবেশ করা সহজ তা কিন্তু নয়। যাঁরা বই লেখেন বা যাদের বই গ্রহণ করা হয় তারা শিশু মনস্তত্ত্ব জেনে লেখার উপযুক্ত কি-না ভেবে দেখা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হবার কারণে যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠছে মাঠবিহীন, সুস্থ পরিবেশ ও আদর্শ শিক্ষকবিহীন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাচ্চাদের সুষ্ঠু লেখাপড়া নিশ্চিত করতে অভিভাবকরা মোটা বেতন ও ফি, খাতাপত্র, বই ইত্যাদি দিয়ে কিন্ডার গার্টেন স্কুলে বাচ্চা পাঠিয়ে থাকেন। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে বইপত্রের বোঝা কিছু হাল্কা করে দেয়া উচিত। সেই সাথে যত্রতত্র স্কুল খোলার অনুমতি না দিয়ে উপযুক্ত শ্রেণী কক্ষ, খেলার মাঠ, বিনোদন, শিক্ষকমন্ডলী সম্পর্কে তদন্ত করে তবেই কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।